3.4. জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Population and Economic Development) :

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক বর্তমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে, আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার এবং উন্নয়নের স্তরও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক দু'দিক হতে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব আলোচনা করতে পারি। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করতে পারি। আমরা প্রথম সম্পর্কটি আগে আলোচনা করছি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্বে বা শুরুর দিকে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এর কারণ হ'ল, যত উন্নয়ন এগিয়ে চলে মৃত্যুহার কমে। মৃত্যুহার কমার প্রধান কারণ হল চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। কিন্তু জন্মহারের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শুরুর দিকে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। অবশ্য দীর্ঘকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নই জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর লাগাম টানে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, খুব উন্নত দেশে জন্মহার কমে যায়। কারণ শিক্ষার প্রসার এবং নগরায়ণের ফলে সংসারের কাম্য আয়তন সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। লোক পরিবারের আয়তন ছোট রাখতে চায়। তাছাড়া, আরও উন্নত জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্যও লোকে পরিবারের আয়তন সীমিত রাখতে চায়। এসবের ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চস্তরে জন্মহার কমে যায়। ফলে জনসংখ্যার আয়তন স্থিতিশীল (stable) হয়ে পড়ে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই প্রভাবকে **জনসংখ্যা রূপান্তরের তত্ত্ব বা Theory of Demographic Transition**-এর মাধ্যমে বিবৃত করা যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যতই অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা এগিয়ে চলে, কোন অর্থনীতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। প্রথম স্তরে, যখন উন্নয়নের হার নিম্ন, তখন জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশি থাকে। ফলে নিট বৃদ্ধির হার খুব কম এবং জনসংখ্যার আয়তন মোটামুটি স্থিতিশীল (stable) থাকে। দ্বিতীয় স্তরে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং চিকিৎসার সুযোগসুবিধা বাড়ার ফলে মৃত্যুহার কমে যায়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দুর্ভিক্ষ হয় না। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ব্যাপক মহামারি দেখা দেয় না। এই দুই প্রধান কারণে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। কিন্তু জন্মহার আগের মতোই বেশি থাকে। ফলে দ্বিতীয় স্তরে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। তৃতীয় স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব কম থাকে। এইস্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর খুব উচ্চ। ফলে লোকে জীবনযাত্রার মান খুব উচ্চে রাখতে চায় এবং সেজন্য পরিবারের আয়তন ছোটো রাখে। এজন্য তৃতীয় স্তরে জন্মহার কমে যায়। জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই কম হবার ফলে তৃতীয় স্তরে জনসংখ্যা মোটামুটি স্থির থাকে।

এখন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে আমরা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেখতে পাই। একদিকে রয়েছেন ম্যালথাসের সমর্থকেরা যারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অর্থনীতির পক্ষে অকাম্য বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে রয়েছেন Baran, Nurkse এবং Lewis-এর মতো অর্থনীতিবিদ যাঁরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে দেখেছেন। ক্ল্যাসিকাল ধনবিজ্ঞানী ম্যালথাসের যুক্তি ছিল যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাবে। ফলে এক সময় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে এবং অর্থনীতিটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সুতরাং তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখেছেন। এই ম্যালথুসীয় চিন্তাধারার (Malthusian school) আর এক উল্লেখযোগ্য শরিক হলেন Nelson। তিনিও মনে করেন যে, উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা দেয়। তাঁর মতে, কোন অর্থনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে অর্থনীতিটি নিম্ন আয়স্তরের ভারসাম্য ফাঁদে (Low level equilibrium trap) আটকা পড়ে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জনসংখ্যা বাড়লে সামাজিক বহিরঙ্গ ব্যয় (social overhead cost) বাড়ে, জমির উপর চাপ বাড়ে, সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কমে যায়। এগুলো সবই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে।

আমরা আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে পারি যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রগতিতে বাধা দেয়। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে বেশি পরিমাণ বিনিয়োগের দরকার পড়ে। অথচ একই সঙ্গে জনসাধারণের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে যায়। ফলে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এবং প্রাপ্ত বিনিয়োগযোগ্য ভাণ্ডারের মধ্যে বিরাট অসমতার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা বাড়লে মাথাপিছু মূলধনও কমে যায়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কমে, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান কাজ করে। তৃতীয়ত, বৃহৎ জনসংখ্যা বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। এর ফলে অদক্ষ শ্রমপ্রধান উৎপাদন কৌশল টিকিয়ে রাখার দরকার হতে পারে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উৎপাদন কৌশল নির্বাচনের (choice of techniques) সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। চতুর্থত, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি নানারকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে, যেমন, মাথাপিছু সামাজিক সুবিধার প্রাপ্তি কমে যায়, খাদ্য সমস্যা বাড়ে, প্রাকৃতিক পরিবেশগত নানা সমস্যার সৃষ্টি করে ইত্যাদি। পঞ্চমত, জনসংখ্যা বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়ে। ফলে সঞ্চয় কমে। সঞ্চয় কম হলে দেশে মূলধন গঠন কম হয়। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠত, যখন জনসংখ্যা বাড়ে তখন দেশের জনসংখ্যা গঠনেও একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জনসংখ্যার মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের অনুপাত বাড়ে। অর্থাৎ সক্ষম মানুষদের উপর নির্ভরশীল মানুষদের অনুপাত বৃদ্ধি পায়। নির্ভরশীল মানুষ ও সক্ষম মানুষদের অনুপাতকে বলা হয় নির্ভরতার অনুপাত (Dependency ratio)। এই নির্ভরতার অনুপাত বাড়লেও

ভোগ ব্যয় বাড়ে, সঞ্চয় কমে। মূলধন গঠন কম হয় এবং এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। **সপ্তমত,** জনসংখ্যা বাড়লে বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজনে দেশকে বিদেশ হতে খাদ্য আমাদানি করতে হতে পারে। এর ফলে দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। যে অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করা হচ্ছে সেই অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করে শিল্পের উন্নতি ঘটানো যেত। জনসংখ্যা বাড়লে তা সম্ভব হয় না বলে দেশের শিল্পপ্রসার ব্যাহত হয়। **সবশেষে,** জনসংখ্যা বাড়লে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপরও ক্রমাগত চাপ পড়ে। খাদ্যের প্রয়োজনে বাড়তি কৃষি জমির প্রয়োজন হয়। বন কেটে চাষের পত্তন করতে হয়। দেশের বনভূমির পরিমাণ কমে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি নানারকমের পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে থাকে। এগুলোর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

অবশ্য ইতিহাস এই ম্যালথুসীয় নিরাশাবাদকে (Malthusian pessimism) ভুল প্রমাণিত করেছে। **প্রথমত,** ম্যালথুসীয় তত্ত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে খুব খাটো করে দেখেছে বলে অনেকে মনে করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে সর্বাধিক 2 হতে 3 শতাংশ হতে পারে, খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে 3 শতাংশ সহজেই ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। Myint তাই বলেছেন, We can keep the Malthusian devil at bay. অন্যান্য অনেক অর্থনীতিবিদও এই আশাবাদ (optimism) ব্যক্ত করেছেন। **দ্বিতীয়ত,** লুইস মনে করেন যে, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটলে শিল্পক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমের যোগান অসীম হবে এবং তা ঐ ক্ষেত্রের মূলধন গঠনে সাহায্য করবে। Nurkseও মনে করেন যে, অনুন্নত জনবহুল দেশের উদ্বৃত্ত শ্রমিক হ'ল সুপ্ত সঞ্চয়। এই উদ্বৃত্ত শ্রমিককে মূলধন গঠনের কাজে লাগালে সুপ্ত সঞ্চয় কার্যকরী সঞ্চয়ে রূপান্তরিত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। **তৃতীয়ত,** কোন দেশের জনসংখ্যার আয়তন সেই দেশের উৎপাদনের মাত্রা (scale) নির্ধারণ করে। জনসংখ্যা বাড়লে অর্থনীতিটি বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করতে পারে। **চতুর্থত,** জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হ'ল শ্রমিকের সংখ্যা বাড়া। যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) ধনাত্মক হয়, এর অর্থ হ'ল মোট উৎপাদন বৃদ্ধি। **সবশেষে,** বৃহৎ আয়তনের জনসংখ্যা দেশের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করে।

আমরা এই দুই বিপরীত মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারি। Nelson-এর মত সেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেটা নিম্ন আয়ের ফাঁদে আবদ্ধ। সেক্ষেত্রে আরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি দেশটা একবার সর্বনিম্ন গুরুত্বপূর্ণ মাথাপিছু আয়কে (critical minimum per capita income) ছাড়িয়ে যায়, যার পরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বয়ংচালিত হয়ে যায়, তখন জনসংখ্যার বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। তখন Lewis মডেলের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে বলে মনে হয়।

সমস্যাটিকে অন্যদিক হতেও দেখা যেতে পারে। আমরা জানি, মাথাপিছু আয়কে সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক বলে ধরা হয়। এখন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার = মোট আয়বৃদ্ধির হার — জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোট আয়বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে মাথাপিছু আয় কমে যেতে বাধ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হল প্রতিকূল প্রভাব। অন্যদিকে, আয় বৃদ্ধির উপরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা অনুকূল প্রভাব পড়বে। শ্রম উৎপাদনের একটি উপাদান। শ্রমের যোগান বাড়লে মোট উৎপাদন বাড়বে যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক হয়। অবশ্য জমি এবং মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করবে এবং শীঘ্রই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এই হ'ল Ricardo এবং Malthus-এর মত। Enke এই ম্যালথুসীয় নিরাশাবাদের অংশীদার। তিনি দেখিয়েছেন যে, এক টাকা কোন বস্তুগত মূলধনে বিনিয়োগ না করে জনসংখ্যা সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যয় করলে 100 গুণ বেশি প্রতিদান পাওয়া যাবে। কিন্তু Baran এবং পরবর্তীকালে Julien Simon যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জনসংখ্যার আয়তন বড় হলে বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যাবে এবং আয়তনজনিত সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হবে। ফলে ক্রমহ্রাসমান নয়, বরং ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করবে এবং এই সুবিধা মাথাপিছু কম

মূলধন ও কম প্রাকৃতিক সম্পদের সমস্যাকে ছাপিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল প্রভাব প্রতিকূল প্রভাবকে ছাড়িয়ে যাবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হবে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে কিনা, এক কথায় তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এটি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন, উন্নয়নের স্তর, প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান, কৃৎকৌশল, মূলধনের যোগান, বর্তমান জনসংখ্যার আয়তন প্রভৃতি। বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিল্পবিপ্লবকে সাহায্য করেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেখানে একদিকে যেমন বাড়তি শ্রমিকের চাহিদা মিটিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি এই বাড়তি জনসংখ্যা বৃটেনের অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত করেছিল। 1930-এর মন্দার দশকে আমেরিকার অর্থনীতিবিদেরা মনে করতেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া মন্দার অন্যতম কারণ, কেননা এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে জিনিসপত্রের চাহিদা কমে গিয়েছিল। কিন্তু অতীতের এই অবস্থা বর্তমানে নেই। সুতরাং বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া, বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, চিন প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নানা বাধার সৃষ্টি করছে। বিপুল ও ঘন জনবসতিপূর্ণ এই সমস্ত দেশে পরিবেশজনিত নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ঘনবসতিপূর্ণ স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তবে লাতিন আমেরিকার এবং আফ্রিকার কিছু অনুন্নত দেশ এখনও জনবহুল নয়। সেই সমস্ত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু এগুলো ব্যতিক্রম মাত্র। এরূপ কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ অনুন্নত বা দরিদ্র দেশে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আবার, ঐ সকল দেশে জনসংখ্যার বিপুল চাপের প্রধান কারণ হ'ল দারিদ্র্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার চাপ ও দারিদ্র্যের মধ্যে একটা দুষ্টচক্র রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলো দরিদ্র কারণ সেখানে জনসংখ্যার চাপ বেশি। আবার, ঐ দেশগুলোতে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি কারণ সেগুলো দরিদ্র। অনুন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে এই দুষ্টচক্র ভেদ করা সর্বাগ্রে জরুরি অর্থাৎ সর্বাগ্রে জনসংখ্যার চাপ কমাতে হবে। দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার চাপের দুষ্টচক্র আরও নির্দেশ করছে যে, অতি জনবহুল অনুন্নত দেশের দারিদ্র্য দূর করা খুবই কঠিন ব্যাপার।